R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
২১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই আশ্বিন বুধবার, ১৪০৩ সাল।
২রা অক্টোবর, ১৯৯৬ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

অরঙ্গাবাদে শনিমন্দির পাকা হলেও বাহাগলপুরে ষষ্ঠীতলা উচ্ছেদ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ সম্প্রতি মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনায় কোথাও শনিমন্দির কাঁচা থেকে পাকা হচ্ছে, আবার কোথাও শতাধিক বছরের ষষ্ঠীতলা ভেঙ্গে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অরঙ্গাবাদের তাঁতিপাড়া থেকে সেলিমপুর গ্রামে যাতায়াতের প্রধান রাস্তার উপরে দীর্ঘদিন ধরে একটি শনিদেবতার কাঁচা ছোট মন্দির ছিল। সম্প্রতি ঐ এলাকার কিছু রাজনৈতিক নেতার ইন্ধনে মন্দিরটি পাকা গাঁথনি করে বড় করে তৈরী করা হচ্ছে। ফলে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামের বিজেপি পঞ্চায়েত প্রধান এ ব্যাপারে বাধা দেন বলে খবর। এমন কি মন্দির তৈরীকে ঘিরে আদালতে মামলাও শুরু হয়েছে। অবৈধভাবে মন্দির তৈরী না করার পক্ষে মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল মত প্রকাশ করে এবং তা ভেঙ্গে ফেলার উদ্যোগও নেন। কিন্তু ঐ অঞ্চলের কিছু রাজনৈতিক নেতা আদালতের দ্বারস্থ হলে এবং মহামান্য আদালত তাঁকে মন্দিরটি ভাঙ্গা (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল ক্ষয়ক্ষতি দেখে গেলেন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২৬ সেপ্টেম্বর ৩ জনের এক পর্যবেক্ষক দল প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার নির্দেশ মতো জেলায় সাম্প্রতিক বন্যা এবং ভাঙ্গনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখে গেলেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী যে সব অঞ্চল আকাশ পথে পরিদর্শন করে যান মূলতঃ সেই সব অঞ্চল যেমন আখেরীগঞ্জ, জঙ্গিপুরের কাছে ফাদিলপুর ও ফরাক্কায় জেলা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের নিয়ে পর্যবেক্ষক দল সড়কপথে ঘুরে দেখেন। পরে বহরমপুরে জেলা শাসকের দপ্তরে বসে বিভিন্ন দপ্তরের অফিসারদের দেওয়া ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নেন। পর্যবেক্ষক দলে কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারী ও ঐ দপ্তরেরই একজন সচিব এবং রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী ছিলেন। মূলতঃ ভাঙ্গনে ও বন্যায় জেলার বিভিন্ন মহকুমায় শস্যের, রেশম শিল্পের, গবাদি পশুর, স্বাস্থ্য দপ্তরের, সেচ দপ্তরের ও ঘরবাড়ীর যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয় তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিরা পেশ করেন। জানা যায় জেলায় শুধুমাত্র ঘরবাড়ীর ক্ষতি হয়েছে চুয়াল্লিশ হাজার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতি পূরণ দিতেই খরচ হয়ে যাবে প্রায় সাড়ে চার কোটী টাকা বলে মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল জানান।

১নং প্লাটফর্মে যাত্রীশেড তৈরী হলেও এখনও অনেক কাজ বাকী

সাগরদীঘি ঃ দীর্ঘকাল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আন্দোলন ও দাবী জানানোর পর সাগরদীঘি রেল ষ্টেশনের ১নং প্লাটফর্মে যাত্রীশেড তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে বলে যুব কংগ্রেস পক্ষে সম্পাদক অজয় ভকত জানান। শ্রী ভকত বলেন এই অতি প্রয়োজনীয় ষ্টেশনটিকে বেআইনী দখল মুক্ত করতে ও যাত্রীদের অসুবিধা দুরীকরণে বহু কাজ এখনও বাকী। এ নিয়ে তিনি রেলের চিফ কমার্শিয়াল সুপার, কলকাতাকে দাবীপত্র পাঠান গত ৩১ জুলাই। তার কপি দেন ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে। সেই পত্রে তিনি জানান ১নং প্লাটফর্ম থেকে যাত্রীরা বাইরে আসার পথে বেদখলকারী ফলমূল তরিতরকারী বিক্রেতাদের অস্থায়ী দোকান ঘরগুলিতে বাধা পান। তার উপর প্লাটফরম থেকে টিকিট ঘর ও ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরের রাস্তাটি সব সময় জল কাদায় নরককুণ্ডের রূপ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পোষ্টমাষ্টারসহ বারোজন কর্মীকে আদালতে তলব

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ রঘুনাথগঞ্জ বড় ডাকঘরে মনিওর্ডার কাউন্টারের কর্মী ইতি সাহার বাক্স থেকে তিন হাজার টাকা খোওয়া যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সোনাটিকুরী প্রাঃ স্কুলের প্রধান শিক্ষক আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়কে অফিসে ডেকে পাঠিয়ে পোষ্টমাষ্টার ভূপেন্দ্রনাথ সিংহসহ বারোজন কর্মী তাঁকে আটক (শেষ পৃষ্ঠায়)

সোমেন পাণ্ডে আই, এন, টি, ইউ সির জেলা সভাপতি হলেন

ফরাক্কা ঃ গত ১৯ সেপ্টেম্বর পঃ বঃ প্রদেশ ন্যাশানাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক লালবাহাদুর সিং ফরাক্কা থানার বেনিয় গ্রামের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সোমেন পাণ্ডেকে মুর্শিদাবাদ জেলার আই এন টি ইউ সির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছে বলে এক চিঠি দেন। চিঠির নং WBPNTUC/Murshidabad/97/96 তাং ১৯/৯/৯৬। জেলা সভাপতি ছিলেন (শেষ পৃষ্ঠায়)

তিন দুষ্কৃতির ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

ফরাক্কা ঃ এই ব্লকের শিবনগর গ্রামে গত ২৩ সেপ্টেম্বর ভোরে ট্রেন লাইনে তিনজনের মৃতদেহ ট্রেনে কাটা পড়া অবস্থায় গ্রামবাসীরা দেখতে পায়। তিনজনের মধ্যে দু'জনকে সনাক্ত করা যায়। সনাক্ত দু'জন ঐ গ্রামের বহু দুষ্কর্মের সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতি নবাব আলি ও একবর আলি। ফরাক্কা থানায় দুজনেরই নাম বহু ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এরা গ্রেপ্তার এড়াতে নাকি রাতে বাড়ীতে থাকতো না। সন্দেহ ঘটনার দিন তিনজনে মত্ত অবস্থায় লাইনের উপর ঘুমোচ্ছিল। সেই সময় গয়া প্যাসেঞ্জারে তারা কাটা পড়ে।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
বার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই আশ্বিন বুধবার, ১৪০৩ সাল।

॥ ভরাডুবির পথে ॥

এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব হইতেছে না। তাঁহার হাজতবাস হইবে কিনা এবং তাহা অজামিনযোগ্য হইবে কিনা, তাহাও এখন বলা যাইবে না। তবে তিনি আজ নানা দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত এবং সেইজন্য তাঁহার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে।

নরসিমা কয়েকদিন পূর্বে কংগ্রেস দলের সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়াছেন। অবশ্য এ পর্যন্ত তিনি সংসদীয় দলনেতা হইয়া রহিয়াছেন। হয়ত অচিরেই তিনি এই পদও ছাড়িবেন। স্বাধীন ভারতের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এমন কলঙ্কিত প্রধানমন্ত্রী বোধ করি, আর কেহ নহেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেকেরই ছিল। তবে অর্থসংক্রান্ত নানা কেলেঙ্কারিতে এমনভাবে আর কোনও প্রধানমন্ত্রী এত জড়াইয়া পড়েন নাই। তাঁহার প্রধানমন্ত্রীত্ব-কালে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নানা দুর্নীতির অভিযোগ সবচেয়ে বেশী। নরসিমাজি নিজের ক্ষতি ত করিয়াছেনই ; তবে কংগ্রেস দলের যে ক্ষতি তিনি করিয়াছেন, তাহা ইতিহাস হইবার মত।

বিপুল ঐতিহ্যবাহী কংগ্রেস দলের বিভিন্ন নেতার খেয়ালীপনায় এই দলে একাধিকবার বিভাজন হইয়াছে ; কিন্তু তাবৎ নেতৃবৃন্দ এমন আর্থিক বেড়াজালে জড়াইয়া পড়েন নাই যেমন জড়াইয়াছেন নরসিমাজি। তাঁহার প্রধান-মন্ত্রীত্বকালের পূর্বেও যে দুর্নীতি ছিল না এমন নয়। বহু মন্ত্রী ও বহু নেতার নামে নানা কেলেঙ্কারির কথা শুনা গিয়াছে। কিন্তু তখন কোন নেতা অপর কোনও নেতার ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারি লইয়া তাঁহাকে রাজনৈতিকভাবে খতম করিবার চেষ্টা করিতেন না। কিন্তু নরসিমা রাও নিজের রাজনৈতিক ক্যারিশ্‌মা তুলিয়া ধরিতে, নিজের দুর্নীতিমুক্ত ইমেজ তুলিয়া ধরিতে অন্যের রাজনৈতিক ক্ষতি করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া অনেকেই মনে করেন। আজ নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তিনি নানা দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

তাঁহার নিজের ক্ষতি যাহা হইবার, হইল ; কিন্তু শতবর্ষাধিক বৎসর ধরিয়া যে কংগ্রেস দল দেশবাসীর হৃদয়-আসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহার অপূরণীয় ক্ষতি তাঁহার দ্বারা সাধিত হইল বলিয়া বহুজনের ধারণা। দলের এমন ক্ষতি আর কোনও প্রধানমন্ত্রী তথা দলনেতা করেন নাই। ফলতঃ আজ তৃণমূল-স্তরের কংগ্রেসকর্মী তথা কংগ্রেস সমর্থকদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। দলের মধ্যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সৎনেতার অভাবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয় দলের জন্য কাজ করিবেন কী প্রকারে ? কংগ্রেসের বড় ভোট ব্যাঙ্ক যে সব অতি সাধারণ লোক, তাঁহারা আজ দিশাহারা। কংগ্রেসে যে অবক্ষয় বহু পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, নরসিমাজি তাহার প্রায় পূর্ণতা সাধন করিলেন ও দলকে ডুবাইলেন।

প্রথম সাক্ষাৎ

বরুণ রায়

শৈশবের গৃহকোণ ছেড়ে আমরা বৃহত্তর পথে নামি। তারপর পথে ও পথের বাঁকে কত মানুষ, কত বিচিত্র ঘটনা, দেশ-বিদেশের কত নয়নাভিরাম দৃশ্য আমাদের জীবনে এসে ভিড় জমায়। স্মৃতির মণিপেটিকায় প্রত্যেকেরই কম বেশি সম্পদ জমা থাকে।

সেই কৈশোর থেকে বহু বিশিষ্ট মানুষের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তার মধ্যে সাহিত্যিক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা, ক্রীড়াবিদ্, রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইন্‌জিনিয়র সকলেই আছেন। জীবনে বহু বিরাট পুরুষের স্নেহ-লাভ করে ধন্য হয়েছি। অনেকেরই অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি আস্বাদন—তার চমকই আলাদা

অর্ধ শতাব্দী আগে। সেটা ১৯৪৩ সাল। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে কারাবাস ভোগ করে তখন আমরা সদ্য জেল থেকে বাইরে এসেছি। পরাধীন ভারতবর্ষ। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ইংরেজদের প্রতিহিংসামূলক নীতির ফলে বাংলাদেশে (তখন অখণ্ড বাংলা) দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে মজুতদারী ও কালোবাজারীর সেই প্রথম ব্যাপক প্রবর্তন। চারিদিকে ক্ষুধার্তের কান্না .....''ভাত দাও, ফ্যান দাও।'' দুর্ভিক্ষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে মহামারী ম্যালেরিয়া।

সদ্য কারামুক্ত রামকুমার সেনকে সভাপতি করে আমরা এখানে 'জঙ্গিপুর টাউন রিলিফ কমিটি' গড়ে তুললাম। জঙ্গিপুরের গ্রামাঞ্চলের কয়েকটি অনাহার মৃত্যুর সংবাদ কলকাতার খবরের কাগজে আমরা প্রকাশ করায় ইংরেজদের বংশবদ তৎকালীন মহকুমা শাসক আমাদেরকে আবার ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তারের হুমকি দিলেন। মার্কামারা স্বদেশী আমাদেরকে তৎকালীন সরকার কোন সাহায্য করবে না। কাজেই কলকাতায় বেসরকারী সাহায্যের জন্য আমরা হাত বাড়ালাম। কমিটির সম্পাদক হিসাবে আমাকে যোগাযোগ করার জন্য ভার দেওয়া হল।

কলকাতার নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে কোন পরিচয় নাই। তাতে সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ সম্পাদক আমাকে কে পাত্তা দিবে সে ভয় তো আছেই। যাই হোক. আমাদের রিলিফ কমিটির প্যাডে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে কয়েকটি চিঠি দিলাম। তারপর অনিশ্চিত যাত্রায় দুরু দুরু বুকে রওনা দিলাম কলকাতায়।

মুর্শিদাবাদের দু'জন সন্তান তখন কলকাতার সমাজে নেতৃস্থানীয়। সালারের মানুষ কলকাতার প্রাক্তন মেয়র এ, কে, এম, জ্যাকেরিয়া এবং তৎকালীন মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজা। জ্যাকেরিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে তিনি আমাকে সহৃদয়তার সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের কাছে চিঠি লিখে তিনি আমার হাতে দিলেন।

প্রথমেই গেলাম মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজার ইওরোপীয়ান এসাইলাম লেনের বাসায়। আমার তখন বয়স নিতান্তই কাঁচা। বদরুদ্দোজা সাহেব কিন্তু মন দিয়ে আমার সব কথা শুনলেন। কিভাবে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে নানা উপদেশ দিয়ে আমার পিঠে হাত রেখে গল্প করতে করতে ট্রামরাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। অতবড় একজন বিখ্যাত লোক এবং কলকাতার প্রধান নাগরিকের কাছে এ রকম সহৃদয় ব্যবহার পেয়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। পরবর্তী জীবনে রাজনীতি ক্ষেত্রে বদরুদ্দোজা সাহেবের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছি। সেদিনের কথা ত্রিশ বছর পর তাঁকে গল্প করে বলেছি।

জ্যাকেরিয়া সাহেব এবং বদরুদ্দোজা সাহেবের চিঠি নিয়ে গেলাম ফজলুল হকের কাছে। এ রকম খোলামেলা বিরাট হৃদয় মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। তাঁর কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে গেলাম ঘনশ্যাম দাস বিড়লার কাছে। পরিচয়পত্রগুলি কাজ দিল। বিড়লা তাঁর 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' থেকে আমাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিলেন। বহুনিন্দিত কোটিপতি ক্যাপিটালিষ্ট বিড়লাকে সেদিন নিতান্ত সাধারণ মানুষ বলেই মনে হয়েছিল।

তারপর অনেক ইতঃস্তত করে গেলাম বিধান রায়ের বাড়ীতে। রাসভারী বিধান-বাবুর কাছে যেতে বুক দুরদুর করছিল। হয়তো বাড়ীতে ঢুকতেই পাব না। কিন্তু সঙ্গের চিঠিগুলি ব্যূহভেদের কাজে লাগল। গম্ভীর মুখ বিধানবাবু জঙ্গিপুর এলাকার দুর্ভিক্ষের বিবরণ এবং সরকারী কর্তাদের আচরণ সম্পর্কে খুঁটিয়ে খবর নিলেন। গম্ভী মুখে কি একটা রসিকতাও (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পরিচালন সমিতি-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এবং অভিভাবকদের মিলিত সভা

জঙ্গিপুর : প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে গত ২৮ সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিচালন সমিতি-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এবং অভিভাবকদের মিলিত সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। জঙ্গিপুর হাই স্কুলের ইতিহাসে এই ধরনের সভা এই প্রথম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যালয় সম্পাদক কেতকীকুমার পাল, অভিভাবকদের পক্ষে পবিত্র ধর এবং সনৎ পাইন, শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন মানিক চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ ব্যানার্জী, অরুণ সেনগুপ্ত, গৌরীশঙ্কর ঘোষ এবং ভজন সরকার।

প্রথম সাক্ষাৎ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

যেন করলেন। তারপর তাঁর উদ্ভাবিত দেশজ গাছগাছড়া থেকে তৈরী ম্যালেরিয়ার একটি প্রতিষেধক দু'হাজার সবুজ বড়ি (বোধহয় নাম মেপাক্রিন) আমাকে দিলেন।

বাংলার আর এক দিক্‌পাল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর আশুতোষ মুখার্জী রোডের বাড়ীতে গেলাম। দোতলায় বিরাট হলঘরে সোজা চলে গেলাম। সাক্ষাৎ পেলাম খাঁটি বাঙ্গালী আশুতোষ ত নয় শ্যামাপ্রসাদের। ঘর ভর্তি লোক। খালি গায়ে শ্যামাপ্রসাদ তেল মাখতে মাখতে লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। ছেলেমানুষ দেখে আমাকে কাছে ডেকে বসালেন। আমার কথা মন দিয়ে শুনলেন এবং নানা রকম উপদেশ দিলেন। হিন্দু রিলিফ সোসাইটি থেকে সাহায্যের ব্যবস্থাও করে দিলেন।

পরবর্তী জীবনে বহু বিশিষ্ট মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। কিন্তু সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ জীবনের প্রভাতবেলায় সেদিনের সেই বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের মধুস্মৃতি মনের মণিকোঠায় আজও অম্লান হয়ে আছে।

পদব্রজে ভারত ভ্রমণ

সংবাদদাতা : ২৪ পরগণার নতুন ব্যারাকপুরের কোদালিয়া গ্রামের দিলীপকুমার দে (৫৭) গত ১৯৭৪ এর এপ্রিলে হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভে স্নান করে পদব্রজে দেশ ভ্রমণে বের হন। ভারতের প্রায় সব রাজ্য ঘুরে এবং পশ্চিমবঙ্গের ৮টি জেলা পরিক্রমা শেষে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে এসে পৌঁছেছেন। সরকারী, বেসরকারী নানা সংস্থা এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘ তাঁকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন এই কর্মে। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিভিন্ন স্থানীয় ক্লাবগুলিও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ পর্যন্ত তিনি প্রায় ৩৩ হাজার ৩০০ কিমি পথ পদব্রজে ভ্রমণ করেছেন বলে জানান।

এস এস ধির গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী

সাগরদীঘি : গত ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ৬ দিন ভারত সরকারের এস এস বি সংস্থা বালিয়া নেতাজী সংঘের সহযোগিতায় গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সংস্থার ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবী, অফিসারগণ, বালিয়া স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও নেতাজী সংঘের সদস্যরা ৭ সেপ্টেম্বর প্রভাতফেরী শেষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এই কর্মযজ্ঞের সূচনা করেন। ৫টি রাস্তা শ্রমদানে সংস্কার করা হয়। বালিয়া ও পাশের কয়েকটি গ্রামে পশু চিকিৎসা ও রোগ প্রতিষেধক ইনজেকসন দেওয়া হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফিল্ম শো, গীতিনাট্য, ব্রতচারী নৃত্য ও নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। ফুটবল প্রতিযোগিতায় বালিয়া নেতাজী সংঘ বিজয়ী এবং রাজারামপুর মিলনবীথি ক্লাব বিজিত হয়। ভলি বলে বালিয়া নেতাজী সংঘ বিজয়ী ও রামপাল ক্লাব বিজিত হয়। অনুষ্ঠানে এস এস বির সি, ও মিঃ বাসু, জেলা সংগঠক শরৎ অধিকারী এবং সংস্থার কমাণ্ডার উপস্থিত ছিলেন।

পূর্তমন্ত্রীকে আর ওয়াই এফের ডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামীর ডাক-বাংলোয় অবস্থানকালে আর ওয়াই এফ এর সদস্যরা একটি দাবীপত্রসহ ডেপুটেশন দেয়। দাবীগুলির মধ্যে ছিল—পূর্তদপ্তরের শূন্য পদে লোক নিয়োগ, ভাগীরথী সেতু নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করা, রাম সেন সেতুতে হ্যালোজেন লাইটের ব্যবস্থা, জেলখানার কাজ তদন্ত করে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া, অ্যাফলেক্স বাঁধ এর মেরামতি ব্যবস্থা প্রভৃতি। আর ওয়াই এফের প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন রাজেশ সিং, আশীষ ভাস্কর প্রমুখ।

জল বিভাজিকা প্রকল্পে চাষীদের অনুদান

সাগরদীঘি : এই ব্লকের জল-বিভাজিকা প্রকল্পে বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০টি মৌজা, মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪টি মৌজার, সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১টি মৌজার ১৫০ জন চাষীকে দেড় বিঘা করে জমিতে আদর্শ ধান চাষের জন্য ১০ কেজি ধান বীজ, ৯ কেজি পটাশ, ১৩ কেজি ডি এ পি ও ২০ কেজি ইউরিয়া সার মঞ্জুর করা হয়েছে, কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক অজিত দাস আমাদের প্রতিনিধিকে জানান ফল চাষ উন্নয়নের জন্য কৃষকদের আম্রপল্লী ও মল্লিকা জাতের আমের কলম ও ২টি করে নারকেল চারাও দেওয়া হয়েছে আগষ্ট মাসে। জনৈক চাষী বলেন তাঁরা ভবিষ্যতে এই এলাকায় ফল উৎপাদনে যোগ্য ভূমিকা নিতে সক্ষম হবেন।

সাবডিভিসন্যাল অফিস লীগের ফাইনালে জয়ী এগ্রিকালচার অফিস

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৪ সেপটেম্বর সাবডিভিশন্যাল অফিস লীগের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় জীবনবীমা নিগম ও এগ্রিকালচার অফিসের মধ্যে। এই ফুটবল খেলায় ৩—০ গোলে এগ্রিকালচার অফিস কাপ জয় করেন।

শারদীয়ার সাদর আমন্ত্রণ—

卐 চন্দ্র বস্ত্রালয় 卐

রেশম খাদি এবং তাঁতবস্ত্র বিক্রয় কেন্দ্র

বাজারপাড়া ★ রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

গান্ধী জয়ন্তী এবং পূজা উপলক্ষে

বিশেষ রিবেট দেওয়া হচ্ছে।

খাদি বস্ত্রে ৩০%, পলি খাদি ২০%, স্পান সিল্ক ৩০%, রিল্ড সিল্ক ২০%, তাঁত বস্ত্রে ২০%।

এপিয়ারী মধু এখানেই পাওয়া যায়।

বন্যা পীড়িতদের অর্থ সাহায্য

দিবাকর ঘোষ, ফরাক্কা : গত বছর ফিডার ক্যানেলের পশ্চিম পারে ভয়াবহ পাহাড়ী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্য থেকে ৩৫০০ পরিবারকে সম্প্রতি এক হাজার করে টাকা ক্ষতি পূরণ বাবদ দেওয়া হয় ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে গত বছরের ঐ বন্যায় ৩৩টি গ্রামের (৪৬ হাজার মানুষ) ৭ হাজারেরও বেশি পরিবার সম্পূর্ণ বা আংশিক-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও গৃহহীন হয়। তবে অনুদান কেবলমাত্র গরীব ও সম্পূর্ণ গৃহহীনদেরই দেওয়া হয়েছে। গত ১৯ আগষ্ট থেকে ৬ সেপটেম্বর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বেওয়া - ২ পঞ্চায়েত (১০৭৫ জন), বেনিয়াগ্রাম (১৪৭ জন), বেওয়া—১ (৮১০ জন), বাহাদুরপুর (৩০০ জন) ও সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ইমামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১৬৮ জনকে অনুদান প্রদান করা হয়।

জেলা সভাপতি হলেন (১ পৃষ্ঠার পর)

আলী হোসেন এবং কার্যকরী সভাপতি ছিলেন সোমেন পাণ্ডে। কিন্তু আলী হোসেন আজ পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়নের কোন সভা না ডাকায় বা ট্রেড ইউনিয়নের কোন সাংগঠনিক কাজকর্ম না করায় তাঁকে বাদ দিয়ে সোমেন পাণ্ডেকে সভাপতি করার নির্দেশ দেন প্রদেশ সভাপতি সুব্রত মুখার্জী। এতদিন কংগ্রেসের নেতাদেরই আই এন টি ইউ সির সভাপতি করা রেওয়াজ ছিল। কিন্তু তাতে ট্রেড ইউনিয়নের কাজের অসুবিধা দেখা দেওয়ায় শ্রমিক নেতাদের মধ্য থেকেই ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি করার রেওয়াজ চালু হলো বলে শ্রী পাণ্ডে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান।

আদালতে তলব (১ম পৃষ্ঠার পর)

করে রেখে অপমানজনক কথাবার্তা বলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আদিনাথবাবু জঙ্গিপুর এস ডি জে এম আদালতে একটি জি আর ১৯৬/৯০ মামলা দায়ের করেন মার্চ ১৯৯০ সালে। দীর্ঘ ৬ বছর পর আদালত সব কিছু বিচার করে গত ১৮ সেপ্টেম্বর '৯৬ ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৪২/৫০০/৫০৪ আই পি সি ধারা বলে উক্ত আসামীদের আগামী ২৭ জানুয়ারী '৯৭ কোর্টে হাজির হবার জন্য তলবী সমন জারী করেন।

এখনও অনেক কাজ বাকী (১ম পৃষ্ঠার পর)

নেওয়ায় যাত্রীরা নাজেহাল। হাজার হাজার বেদখলকারী দোকান ষ্টেশনের ও প্লাটফরমের সর্বত্র জটের সৃষ্টি করে রেখেছে। ২নং প্লাটফর মতো আশপাশের মানুষের ময়লা আবর্জনা ফেলার ডাষ্টবিনে পরিণত। সঙ্কীর্ণ যে রাস্তাটি ঐ প্লাটফরমকে শহরের সঙ্গে যুক্ত করেছে তা সর্বত্র মানুষের মলমূত্রে ভরা। পা ফেলার রাস্তা নাই। এ নিয়ে বহু লেখালেখি করেও কোন সুব্যবস্থা আজও পাওয়া যায়নি। আজিমগঞ্জ - নলহাটি রেল লাইনের ব্যবসায়িক দিক দিয়ে অতি প্রয়োজনীয় এই ষ্টেশনটির প্রতি সরকারী দৃষ্টি নাই বলে প্রমাণিত হবে।

ষষ্ঠীতলা ভাঙ্গা হলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়ায়, আইনী জটিলতার মধ্যে পড়ে তিনি আর এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারেননি। তবে দেবব্রতবাবু জানান, তিনি ঐ অঞ্চলের বিজেপি প্রধানকে মন্দির ভাঙ্গার নির্দেশ দিলেও প্রধান এ ব্যাপারে কোন সাড়া দেননি। মহকুমা শাসক আরও বলেন, মন্দিরটি তৈরীর ফলে রাস্তা সঙ্কুচিত হয়েছে ঠিকই, তবে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। তবে গাড়ী যাতায়াত করতে পারবে না। অন্যদিকে সুতী থানার বাহাগলপুরে শতাধিক বছরের পুরোনো রেকর্ডেড ষষ্ঠীতলার বেদী ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয় বিজেপি সূত্রে খবর পাওয়া যায়। এই ভাঙ্গার খবর চিত্রসহ বিজেপি পুলিশ ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে পাঠিয়েছে। জানা যায় ঐ গ্রামে হিন্দু মুসলমানের বসতির অনুপাত যথাক্রমে ২০ : ৮০। গ্রাম প্রধান মুসলিম এ ব্যাপারে মহকুমা এক্সিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট জি সি অ দক সুতী থানাকে ঘটনাস্থলে গিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ পাঠান। অন্যদিকে ঐ থানার ধরমপুরে এবং রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের সিদ্ধিকালী গ্রামে মুসলিম নেতারা জমির ভাগ নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার চালাচ্ছেন বলে বিজেপি নেতা চিত্ত মুখার্জী আমাদের প্রতিনিধিকে জানান।

2 YEARS WARRANTY

WEBEL NICCO TV

Dealer :

Bharat Electronics

Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

Sengupta Elcetronics

Raghunathganj, Murshidabad

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন :—

পছন্দসই টেকসই
সব বয়সেই
মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেণ্টার)
রেজিষ্ট্রী নং – ২০ ॥ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ● পোঃ গনকর ● জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সরকার প্রদত্ত ডিসকাউণ্ট (ছাড়) দেওয়া হয়।

॥ সততাই আমাদের মূলধন ॥

সনাতন দাস সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | সনাতন কালিদহ সম্পাদক

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।